

এসএসসি'র সিলেবাস

১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার জন্য সরকার দুই ধরার সিলেবাস প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছু দিন আগে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে অভিন্ন ধরার সিলেবাস প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

দুই ধরার সিলেবাস প্রবর্তনের পেছনে কিছু বাস্তব চিন্তা কাজ করেছে। সরকার মূল্যায়ন করে দেখেছেন আমাদের দেশের সকল স্কুলে এখনও বাধ্যতামূলক বিজ্ঞান শিক্ষা ভিত্তিক অভিন্ন সিলেবাস শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত হয়নি। বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষার সজসজ্জাম ইত্যাদি অনেক কিছুই অভাব। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহল এক ধরার সিলেবাস সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এই বাস্তব পরিস্থিতি সমনে রেখেই সরকার ১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য দ্বিমুখী সিলেবাস প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমরা মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের সিলেবাস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ হয়েছে। সারা দেশে বিজ্ঞান-ভিত্তিক অভিন্ন সিলেবাস প্রবর্তনের বাস্তব অবস্থা সত্যি নেই। গার্মের স্কুলগুলিতে বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার বড় অভাব। মানবিক শাখার বিষয়গুলিই সেখানে পড়ানো হয় যদিও সে পড়ানোর মানও সন্তোষজনক নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ হোক, কাল হোক, সিলেবাস সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আমাদের পেঁছাতে হবে। জনশাসিত আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে চাই এবং দেশের চাহিদা অনুযায়ী কিভাবে গড়ে তোলার উচিত, তাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি সন্দেহ নেই, আমাদের বিচার বিবেচনার প্রধান নিয়ামক। কিন্তু বাস্তব চাহিদাও এড়ানো যাবে না। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যাবে না। একই সঙ্গে মানবিক বিষয়সমূহে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সমন্বিত মানুষ গড়ে তুলতে হলে সমন্বিত সিলেবাসই আমাদের অনুসরণ করতে হবে—স্পেশালাইজেশন যদি করতে হয় তবে তা সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পর হওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। নতুন সিলেবাসে বাংলা ও ইংরাজীর পাশাপাশি অংক ও ভূগোল বাধ্যতামূলক রেখে সরকার বিচক্ষণ কাজ করেছেন বলে আমরা মনে করি।

১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার পর কি ধরনের সিলেবাস প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কেও এখনই চিন্তাভাবনা করা দরকার। সিলেবাস অপরিবর্তনীয় কোন ব্যাপার নয় কিন্তু সিলেবাস নিয়ে বেশী অনিশ্চয়তাও বাঞ্ছনীয় নয়।